

বিনষ্ট না হয়, কিন্তু চিরস্থায়ী জীবন পায়” (যোহন ৩: ১৬)। যীশু শুধুমাত্র তাঁর জন্ম, জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানেই অসাধারণ নন, কিন্তু যত জন তাঁর কাছে আসবে তাদের সকলকে গ্রহণ করবার জন্যও তিনি অসাধারণ। অতএব আপনি যখন পাপের মুক্তিদাতা হিসেবে যীশুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবেন, মনে রাখবেন যে এই হৃদয় বিদারক ও দুঃখময় পৃথিবী থেকে তাঁর লোকদেরকে তিনি আবার নিতে আসছেন। স্বর্গই হবে আমাদের একমাত্র বাসস্থান। সত্যিই যীশু আশ্চর্যময়। আপনি কি তার জন্য প্রস্তুত হবেন, যখন তিনি আপনাকে ডাকবেন; তা আপনার মৃত্যুর মধ্য দিয়েই হোক বা তাঁর আগমনের মধ্য দিয়েই হোক না কেন? “কারণ যে কেহ প্রভুর নামেতে ডাকিবে সে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবে” (রোমীয় ১০:১৩)। আপনি যদি খ্রীষ্টকে আপনার পাপের মুক্তিদাতা হিসেবে গ্রহণ করবার এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি নিয়ে থাকেন, দয়াকরে আমাদেরকে লিখবেন ও জানাবেন, যেন আপনার সঙ্গে আমরাও আনন্দ করতে পারি।



P.O. BOX 609 • YORK, SC 29745 • 803-684-1535
WWW.HOPETRACTS.ORG
Jesus Is Wonderful (Bengali) Tract 545



বাইবেল আমাদেরকে এমন একজনের কথা বলে যিনি সুনির্দিষ্টরূপে অসাধারণ। তিনি আধুনিক কালের কোন নায়ক, খ্যাতনামা খেলোয়াড়, রাজনীতিবিদ বা বিশাল কোন ধনী ব্যক্তি নন; কিন্তু এমন একজনের কথা আমি বলছি যিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্যই অসাধারণ। ঈশ্বরের বাক্যে বলা হয়েছে, “কারণ একটি সন্তান আমাদের নিমিত্তে জন্মিয়াছেন, একটি পুত্র আমাদের নিমিত্তে দত্ত হইয়াছে: আর শাসনাধি তাঁহারই স্কন্ধের উপরে থাকিবে: এবং তাঁহার নাম রাখা হইবে আশ্চর্য, মন্ত্রণাদাতা, বিক্রমশালী ঈশ্বর, চিরস্থায়ী পিতা, শান্তির রাজ” (যিশাইয় ৯: ৬)।

যীশু তার জন্মে ছিলেন অসাধারণ। “দেখ, একটি কুমারী সন্তান গর্ভা হইবে, এবং একটি পুত্র প্রসব করিবে, আর তাহারা তাঁহার নাম রাখিবে ইম্মানুয়েল, যাহা অনুবাদিত হইলে, আমাদের সহিত ঈশ্বর” (মথি ১: ২৩)। “আর তিনি একটি পুত্র প্রসব করিবেন, আর তুমি তাঁহার নাম রাখিবে যীশু: কারণ তিনিই তাঁহার লোকসমূহকে তাহাদের পাপ সকল হইতে ত্রাণ করিবেন” (মথি ১: ২১)। আরো লুক ২: ১১- “কারণ তোমাদের নিমিত্তে অদ্যই দায়ুদের নগরে একজন ত্রাণকর্তা জন্মিয়াছেন, যিনি খ্রীষ্ট প্রভু।” খ্রীষ্টের মত কেউ কখনও জন্ম গ্রহণ করেনি।

যীশু তাঁর জীবনে ছিলেন অসাধারণ। যখন তার মাত্র ১২ বছর বয়স তখন তাঁকে মন্দিরে পণ্ডিতদের সঙ্গে ও ব্যবস্থাবেত্তাদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেল। তিনি বলেছিলেন, “ইহা কেমন করিয়া হয় যে তোমরা আমার অন্বেষণ করছিলে? তোমরা কি জান না যে আমার পিতার কার্যেই আমাকে থাকিতে হইবে?” (লুক ২: ৪৯)। তিনি প্রায় সাড়ে তেরিশ বছর এই পৃথিবীতে জীবন ধারণ করেছিলেন এবং কখনই একটি পাপও করেনি।

যীশু তাঁর মৃত্যুতে ছিলেন অসাধারণ। এটি একটি দুঃখজনক বিষয় যে মানব জাতি তার সৃষ্টিকর্তাকেই ক্রুশবিদ্ধ করেছে। তারা তাঁকে আঘাত করেছে, তাঁকে ঝুঁখু

দিয়েছে, তাঁকে তিরস্কার করেছে এবং তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে; কিন্তু আমাদের সকলের কারণেই তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। যে কারণে তিনি এত অসাধারণ তা হলো আমাদের পাপের জন্য আমাদেরই মৃত্যুবরণ করা উচিত ছিল এবং আমাদেরই নরকে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তিনি আমাদের স্থান গ্রহণ করলেন। পবিত্র ও ধার্মিক ঈশ্বর কর্তৃক পাপের শাস্তি অবশ্যই হতে হবে; কিন্তু ঈশ্বরের ভালবাসা এতই মহৎ যে যীশু আমাদের পাপের শাস্তি তুলে নিলেন, যেন আমরা পাপ থেকে মুক্ত হতে পারি। “কেননা যিনি পাপ জানিলেন না; তিনি আমাদের জন্য তাঁহাকে পাপস্বরূপ করিয়াছেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্মিকতা স্বরূপ হইতে পারি” (২ করিন্থীয় ৫:২১)।

যীশু তাঁর পুনরুত্থানে ছিলেন অসাধারণ। পৃথিবীর গর্ভে তিন দিন ও তিন রাত থাকবার পর আমাদের ত্রাণকর্তা কবর থেকে বের হয়ে আসলেন। তাঁর নিজের জীবন সমর্পণ করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল, আর তা পুনরায় গ্রহণ করবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। শয়তানের দিকে ছুড়ে মারা সবচেয়ে বড় গোলাটা হল তখন, যখন খ্রীষ্ট কবর থেকে বের হয়ে আসলেন এবং কবরটা খালি পড়ে রইল। তিনি পাপীদেরকে মুক্ত করবার জন্য চিরকাল জীবিত আছেন। “আর দূত স্ত্রীলোকদিগের প্রতি উত্তর করিলেন ও কহিলেন, তোমরা ভয় করিও না: কেননা আমি জানি যে তোমরা যীশুর অন্বেষণ করিতেছ, যিনি ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি এখানে নাই: কেননা তিনি উত্থিত, যেমন তিনি বলিয়াছিলেন” (মথি ২৮: ৫-৬)।

জগতের ত্রাণকর্তারূপে যীশু অসাধারণ। “কেননা ইহাতে একজন মনুষ্যের কি লাভ হইবে, যদি সে সমস্ত জগত লাভ করে, আর আপনার নিজের প্রাণ হারায়?” (মার্ক ৮: ৩৬-৩৭)। খ্রীষ্ট সেই ক্রুশবিদ্ধ হাত আজ জগতের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলছেন, “কারণ ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করিলেন যে, তিনি আপনার একমাত্র জাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে সে